R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, ব্রাদার্স
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২২শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮৯ সাল ৭ই জুলাই, ১৯৮২ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, ডাক ১৪৲

বিভাগীয় কর্মীদের কাজ ফাঁকির খেসারৎ ভূরি ভূরি বে-নজীর বিদ্যুৎ বিল

বিশেষ সংবাদদাতা : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন সরকারী কাজকর্মে শৃংখলা ও কর্মচারীদের কর্তব্য পালনের ডাক দিচ্ছেন ঠিক তখনই বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের রঘুনাথগঞ্জ শাখায় আজব কাণ্ডকারখানা এবং কর্মীদের অবহেলা ও গাফিলতি মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে। কাজে ফাঁকি, অনিয়মিত উপস্থিতি এখন সেখানে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর খেসারৎ দিতে হচ্ছে বিদ্যুতের কয়েক হাজার গ্রাহককে। ঘন ঘন লোডসেডিং-এর ধাক্কা সত্ত্বেও এ মাসে গ্রাহকদের হাতে বিদ্যুতের যে বিল পৌঁছেছে তাতে অনেকেরই চোখ কপালে উঠেছে। এই প্রতিবেদকের বাড়ির বিদ্যুৎ বিলের অংক প্রত্যেক মাসে গড় ৩৫-৪০ টাকায় দাঁড়ায়। এবারে সে অংক শতকের ঘর ছুঁয়েছে। একজনের ৬০ টাকার গড় বিল গিয়ে ঠেকেছে দেড়শোতে। এ রকম বে-নজীর বিল পেয়েছেন প্রায় শো-চারেক গ্রাহক। তাঁরা ছুটে যাচ্ছেন অভিযোগ জানাতে অফিসের কর্মীদের কাছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, কোন কিছু গোলযোগের জন্যই এমনটি ঘটেছে। কিন্তু অফিসের কর্মচারীরা এর সদুত্তর দিতে পারছেন না বরং ধামাচাপা দিচ্ছেন। এ নিয়ে প্রায় প্রতিদিন গ্রাহক ও অফিস কর্মচারীদের মধ্যে অশান্তি হচ্ছে। ষ্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট এ জি দাসও গ্রাহকদের ব্যাপক অভিযোগ নিয়ে ক্ষুব্ধ এবং তিতিবিরক্ত। নিয়ম অনুযায়ী অফিস থেকে কর্মীরা প্রত্যেক মাসে গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিটার রিডিং নিয়ে খাতায় ও মিটার বোর্ডের রক্ষিত কার্ডে তা লিখে স্বাক্ষর দেবেন। সেই রিডিং-এর ভিত্তিতে গ্রাহকেরা বিল

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বামফ্রন্ট কেমন সরকার ?

রাজ্যে দ্বিতীয় দফে পুনরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নানা সমস্যা ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন পেরিয়ে এ সরকার তার প্রথম ৫ বছর পূর্ণ করেছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই প্রথম কোন রাজ্যে বামপন্থী সরকার এত দীর্ঘদিন স্থায়ী হল। কেও এ সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেও বা নিন্দায় সরব। আইনশৃংখলার প্রশ্নও তুলেছেন কেও কেও। এ সরকার মার্কসীয় তত্ত্বকে বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই তত্ত্বকে মেনে চলেছেন কতটুকু? বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তা বিচার বিশ্লেষণের সময় এসেছে। আমরা চাই এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী অথবা মাঠে ঘাটে খেটে খাওয়া চাষী সবার বক্তব্য। তাদের দৃষ্টিতে পাঠকরা জানুক 'বামফ্রন্ট কেমন সরকার'। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনার পাঠানো সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন আমাদের কলমের আঁচড় ছাড়াই হুবহু প্রকাশ পাবে। ফ্রন্ট সরকারের ভুল-ভ্রান্তি, সমালোচনা অথবা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যায় করবেন লেখা যেন হয় যুক্তিগ্রাহ্য। আপত্তি থাকলে লেখকের পরিচয় অপ্রকাশিত থাকবে। এ সম্পর্কে আমাদের প্রথম প্রতিবেদন শুরু হচ্ছে আগামী সপ্তাহে। [সম্পাদক—জঙ্গিপুর সংবাদ]

বৃহত্তম সাঁতার ২৬ সেপটেম্বর

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর সদরঘাট থেকে গোরাবাজার ঘাট পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে ৭৪·৪৮ কিমি সন্তরণ প্রতিযোগিতা ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ১৯ কিমি প্রতিযোগিতাটিও ঐ দিনই জিয়াগঞ্জ ঘাট থেকে শুরু হবে। ৬ জুন বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য ৩১ আগষ্টের মধ্যে বহরমপুরে সংস্থার কাছে নাম পাঠাতে হবে।

বিতর্কিত ১৪ জন বেতন পাচ্ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার পূর্বতন পুরবোর্ড কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সেই বিতর্কিত ১৪ জন প্রাথমিক শিক্ষক অবশেষে বেতন পাচ্ছেন। ৫ জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের একটি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পুরপতি হরিপ্রসাদ মুখার্জি তাঁদের বেতন দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। হাইকোর্ট বেতন দেবার ব্যাপারে 'পুরসভাকে ক্ষমতা' দেওয়ায় প্রাক বিদায় মুহূর্তে পুরপতি এই নির্দেশে সই করেন। অবশ্য হাইকোর্টে মূল মামলাটি এখনও বহাল রয়েছে। ঐ মামলায় শিক্ষকেরা 'তাঁদের নিয়োগকে অবৈধ বলে মুখার্জি বোর্ড কর্তৃক ৩৮৮১ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত' রাখার জন্য হাইকোর্টে আবেদন জানান। তার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ঐ বিষয় সম্পর্কে পুরসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর ইনজাংসন দেন। ৫ জুলাই সেই ইনজাংসনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। জানা গেছে আগন্তুক সি পি এম নিয়ন্ত্রণাধীন পুরবোর্ড শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ঐ মামলাটি প্রত্যাহার করে নেবেন। পুরসভা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগরদীঘিতে ক্রমাগত ডাকাতি, আতঙ্ক-উদ্বেগে রাত কাটছে মানুষের

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত কয়েকদিনে সাগরদীঘি থানার একাধিক গ্রামে ক্রমাগত ডাকাতির ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। পুলিশ এ পর্যন্ত ডাকাতি রোধে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। লুঠপাঠ ছাড়াও ডাকাতদের হাতে প্রহৃত ১ মহিলা সমেত তিনজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মথুরাপুর গ্রামে স্কুল শিক্ষক সন্তোষ সাহার বাড়িতে একদল ডাকাত লুঠপাঠ ছাড়াও লোকজনদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। শ্রীসাহার দাদা ও বৌদিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের উভয়ের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। ঐ বাড়ি থেকে ডাকাতেরা প্রায় বিশ হাজার টাকার সামগ্রী লুঠ করে নিয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২১ জুন। ২৬ জুন বালাগাছির মনোরঞ্জন সরকারের বাড়ির ডাকাতির ঘটনাটিও দুঃসাহসিক। ঐ বাড়িতে গত জানুয়ারী মাসেও একবার ডাকাতি হয়। এবারের ডাকাতিতে প্রায় ১২ হাজার টাকা মূল্যের জিনিসপত্র লুঠ হয়। ডাকাতেরা যথেচ্ছ বোমা ছোঁড়ে এবং বাড়ির লোকজনকে মারধোর করে। শ্রীসরকারের বড় ছেলে মুক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সাগরদীঘি থানার চন্দনবাটি গ্রামে আকতার হোসেনের বাড়িতেও ডাকাতি হয়েছে বলে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন। ডাকাতেরা মেয়েদের কান থেকে সোনার দুলও ছিঁড়ে নেয়। ফেলে যায় প্রচুর বোমা। সাগরদীঘি থেকে চুরির খবর আসছে একাধিক। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় সাগরদীঘি পুলিশ এ পর্যন্ত একটিরও কিনারা করতে পারেননি। সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন, ঐ থানা এলাকার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সংঘর্ষে আহত ২ বন্দুক আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার জামুয়ার গ্রামে দুটি দলের মধ্যে সংঘর্ষে ২ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১ জনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আটক করেছে একটি বন্দুক। অশান্তি রুখতে গ্রামে পুলিশ প্রহরা বসানো হয়েছে। খবরে প্রকাশ, জমিতে আগালদার নিয়োগ করা নিয়ে দুটি দলের মধ্যেকার বিবাদ থেকেই এই সংঘর্ষ। সি পি এমের অভিযোগ, কয়েকজন জোতদার গরীব মানুষদের উপর অত্যাচার করেছে। এবং আহত করেছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে আষাঢ় বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

ইলেকট্রিক শক্

যে সময় রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা গুজরাট, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির কেহ কৃষিতে, কেহ শিল্পোৎপাদনে দিনের দিন সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া চলিয়াছে, সেই সময় জনসংখ্যা সংপৃক্ত, ক্রমবর্দ্ধিত অগণিত স ম স্যা জ র্জ রি ত পশ্চিমবঙ্গ কি কৃষি, কি শিল্পোৎপাদনে দিনের দিন পিছাইয়া পড়িয়া এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়িতেছে। তড়িৎ-স্পৃষ্ট হইয়া মানুষ বা অপরাপর জীবজন্তুর জীবনান্ত ঘটে। পশ্চিমবঙ্গও আজ ইলেকট্রিক শক্ খাইয়া বসিয়াছে। আর ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে রাজ্যের সার্বিক উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইতেছে এবং রাজ্যকে ক্রমশঃ দুর্যোগের অন্ধকারে ঠেলিয়া দিতেছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রিক বর্তমান সভ্যতা; তাই আজ দৈনন্দিন জীবনযাপন নানা কারণে বিদ্যুৎনির্ভর। কখন, কোন্ সময় এবং কতক্ষণ ধরিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রহিবে, কেহই বলিতে পারেন না। বিদ্যুৎ ঘাটতি এই রাজ্যে পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঘাটতি তীব্রতা প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়াছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইলে ধনী-দেরই কষ্ট—এ কথা এখন খাটে না। কেন না, ধনীরা আলো, পাখা, রেফ্রিজারেটর প্রভৃতি অচল থাকিলে কষ্ট পান সত্য; কিন্তু বিদ্যুৎ যাঁহাদের রুজিরোজগারের একমাত্র সহায়, তাঁহারা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় অপরিসীম দুর্গতির মধ্যে প'ড়তেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের অনেকগুলি বিদ্যুৎ অভাবে অচল। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন রীতিমত কমিয়া যাইতেছে। কলকারখানায় আশানুরূপ কাজ না হওয়ায় লোকসানের একশেষ হইতেছে বলিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিতে হইতেছে। যেগুলি বন্ধ আছে, তাহাও খুলিতেছে না। তৎসংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মী বেকার হইয়া পড়িতে-ছেন। এই শহরে একাধিক আটাকল, মশলাপেষাই কল, আইসক্রীম তৈয়ারীর কল আছে। অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অনেক কল বন্ধ থাকিতেছে। ফলে দীনান্তে গরীব শ্রমিক কিছু আটা ভাঙ্গাইয়া রাত্রির আহার জুটাইবে, তাহা বন্ধ। হলুদ পেষাই করিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া যাহারা উদরান্নের সংস্থান করে, তাহাদের সে পথ বন্ধ। আইসক্রীম হকারেরা মাল পাইতেছে না, তাহাদের উপার্জন বন্ধ। আর বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাহত শিল্পোৎপাদনের জন্য রাজ্যের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইতেছে, জিনিষ-পত্রের দরবৃদ্ধি ঘটিতেছে। কারণ উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বিশেষ-ভাবে কমিতেছে।

অবশ্য ইহা বরাবর সত্য যে, এই রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদার ও উৎপাদনে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। সে ফাঁক এতদিনেও পূরণ হয় নাই। যে কর্মসূচী হাতে লইয়া অন্যান্য রাজ্য নানা শিল্পে অগ্রসর হইতেছে, যে কর্মসূচীতে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ, মাঠে মাঠে বিদ্যুৎচালিত গভীর নলকূপ সেচপাম্প ফসলের হা'স ফুটাইতেছে, কলকারখানা দিবারাত্র চালু রহিয়া তথাকার আর্থিক উন্নয়ন ঘটাইতেছে, সে কর্মসূচীর রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থতা কেন? এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে যান্ত্রিক বিকলতা কিছুতেই সারিতেছে না। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন ইউনিট চালু থাকে, কোনটি বন্ধ হয়। ইহার মূলে নাকি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মূল যান্ত্রিক-ত্রুটি বলিয়া শুনা যাইতেছে।

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এই বিপদ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মূল যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন এই-রূপ ধাক্কা খাইতে থাকে, তবে বিকল্প ইউনিট সাময়িকভাবে চালু করিয়া মূল ব্যাধি সারাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যুৎ কর্মীদের কাজের গোলমাল দৃঢ়হাতে বন্ধ করিতে হইবে। শুধু কমিশন আর বৈঠক ব্যর্থ পরিহাস ছাড়া আর কিছু হইবে না। রাজ্যের সার্বিক স্তরের এত বড় তীব্র সঙ্কট হইতে রাজ্যকে মুক্ত করুন—সরকারের নিকট এই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

উগ্রপন্থী সন্দেহে গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি উগ্রপন্থাদের ধরতে সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ এক রাত্রে কয়েকটি বাড়িতে হানা দিয়ে বেশ কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে সাগরদীঘির সি, পি, আই এম দলের একজন সমর্থকও রয়েছেন। রঘুনাথগঞ্জ শহরের 'হঠাৎ কলোনী'র কাছে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। এদের কাছ থেকে নকশালী কিছু বইপত্তর পাওয়া গেছে আরও জানা যায়, ক্ষমতাসীন এক রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সারটি-ফিকেট পেয়ে পুলিশ ধৃত ব্যক্তিদের ছেড়ে দেয়।

অলক্ষে

মেয়েরা আর দিদিমণিরা চলে গেলে বড়দি আরো কিছুক্ষণ থাকেন নিজের পরিচ্ছন্ন ওয়েষ্টার্ণ ষ্টাইলের অফিসঘরে। বড়দি আজও রইলেন। একটু আগে মেয়েরা দল বেঁধে চলে গেছে, বড়দি লক্ষ্য করেছেন পুষ্পিতার মুখে সেরিয়াস্ পড়াশুনার ক্লান্তির ছাপ। চেয়ে চেয়ে অনেক মেয়ের মুখ দেখেছেন। স্কুল বসার সময় এইসব মেয়েরা লম্বা লাইন করে দাঁড়ায়, বুকের কাছে হাত জোড় করে, গান গায়—তমসো মা জ্যোতির্ময়; দৃশ্যটা মনে হতেই বড়দির ভালো লাগলো। এরপর দিদিমণিদের দল এসেছে, ডেপারচার সই করেছে, হেসে বলেছে, চলি বড়দি।

এবার বড়দি আরাম-চেয়ার ছেড়ে উঠবেন। এ সময়ে রাণু থাকে বড়দির পাশে পাশে। বাথরুমটা ঠিক করে, সাদা তোয়ালে রেখে আসে ছোট দেওয়াল আলনায়, বেসিনের মধ্যেটা পরিষ্কার করে, বেসিনের সামনে আয়নাটায় দেখে নিজের কাঁচাপাকা চুল শুকনো কালো প্রায় বুড়ি কোঁচ-কানো মুখ। তারপর রাণু আয়নাটা মোছে। বড়দি বসে আছেন পিঠটাকে চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে। বড়দিরও কানের সাদা চুল, কতকটা যৌবন-যায় রেখা। বড়দির ঈষৎ ভারী শরীর। সাদা জমি হলুদ পাড় শাড়ী একটু বিস্রস্ত অথচ সম্ভ্রান্তভাবে বড়দিকে এ সময়ে বিকালের রূপ দিয়েছে। বড়দির কানে গলায় মণিবন্ধে আলট্রা ফেসন্ড্ কারুকর্ম। বড়দির হঠাৎ ইংল্যাণ্ডের কথা মনে হলো। অব্ ভাটচার নিয়ে কএকবছর ইংল্যাণ্ডে কাটিয়েছেন, ওখান থেকে শিখে এসেছেন রাস্তায় হাঁটার সময় মর্যাদা কিভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয় চোখে, পদক্ষেপে। ওখানে বাঁচার কি সুখ কি অ-সুখ বড়দি জানেন, কিন্তু এই মুহূর্তে বড়দির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেড়িয়ে এলো বুক থেকে, ওখানে শুধুমাত্র বেঁচে থাকারই একটা উষ্ণ উন্মাদনা আছে। বড়দি এবার কি করবেন? ঘড়ি পাঁচবার অর্গানের টিউনের মতো বাজলো এই মাত্র। এবার বড়দি কি করবেন? টিফিন খেয়ে আর একটু ফিটফাট হয়ে অপেক্ষা করবেন, ঠিক অপেক্ষা না, কিছুটা শান্ত মনে বসে থাকবেন, হয়তো বিশ্বভারতী পত্রিকাটা উলটাবেন একটু, না হয় ভাববেন নিজের কথা। বড়দির মনে হলো আমার অফিসঘরে একটা ছবি টাঙাবো, শুধু সমান্তরাল দুটো রেল লাইন পাথর আর হালকা ব্রাউন রংয়ের ফাঁকা জমি দূরান্ত পর্য্যন্ত। একটু পরে গাড়ীর হর্ণ শোনা যাবে একবার। মিঃ মজুমদার চক্‌চকে পলিসড্ সু ফেলে ফেলে ঢুকবেন মৃদু হাসতে হাসতে, বড়দিও হেসে ফেলবেন, বলবেন, চলো কোথাও যাওয়া যাক্।

বড়দির মনে হলো, এমনিই হঠাৎ মনে হলো তিনি বিধবা। বিধবা শব্দের যে মানে কি বড়দি তা বুঝতে পারেন না, শুধু চোখে ভাসে আয়নায় দেখা নিজের সাদা সিঁথি।

বড়দি ঘুরবেন একটু নির্জন কোন রাস্তায়। রেড রোডে হয়তো, কিম্বা পার্ক ষ্ট্রীটেও হয়তো বড়দি সন্ধ্যা রাতটা কাটিয়ে দেবেন দিব্যি কলকোলিত পথ দু পাশ দিয়ে বয়ে যাবে। বড়দি কথাও বলবেন,

: মনে হচ্ছে আবার ইংল্যাণ্ডেই ফিরে যাই,
: কেন ?
: না কেমন যেন মনে হয় মাঝে মাঝে,
: কোলকাতাতেও জী ব ন টা কে কাটিয়ে দেওয়া যায়, নীতা, আমার অনেক টাকা।
: নাঃ, ও সব নয় কেমন যেন ভালো লাগে না।
: যা ইচ্ছা করো, জীবনের পথ কোথায় কাকে নিয়ে যাই—জানো নীতা, জীবনের কিছুই ঠিক নাই, আমাদের দৌড়ে চলা কোন পথে যে কোথায় শেষ হবে কেউ জানে না—
: তুমি সিনিক হয়ে উঠছো।
: হয়তো তাই।

এক সময়ে রাত ১০টা ১০।টায় পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে নিজের পরিচ্ছন্ন বাড়ীর কোল্যাপসিবল্ গেটে আর এক-বার হর্ণ বাজবে। উপর থেকে নেমে আসবে মিনু, ঘুমঘুম চোখ, নতুন পড়া শাড়ী এলোমেলো। গুড নাইট, গুড নাইট বড়দি একটু ক্লান্তি বোধ করবেন, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মিনু হাত ব্যাগটা নিয়ে নেবে, বড়দি ভারী পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকবেন। জিজ্ঞাসা করবেন, ওরা খেয়েছে ?

: হ্যাঁ, বড়দা আর বৌদি ঝগড়া করছিল, এখন শুয়েছে।
: আর ছোড়দা ?
: ছোড়দা এখনো ফেরেনি।

বড়দির কিছুই মনে হবে না। সন্টু, রাণা, সীমা ওরা কেউই আসবে না বড়দির ঘরে। বড়দি একটা শিথিল ভঙ্গীতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখবেন। মনে হবে ছায় যত দূরবর্তী তত দূরবর্তী সবকিছু। একটা নিশ্ছিদ্র শূন্যতা অনুভব করবেন বড়দি।

ছ বার বাজলো ওয়াল ক্লক, বড়দি জানালা দিয়ে সামনে তাকিয়ে রইলেন।

সুধন্য

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.
(A Government of India Enterprise)
FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAYS/ WBSEB, Government and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of fhe undersigned during working hours on payment of cost of tender paper for each work. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20|- (Rupees twenty only) extra for each work either by I. P. O. payable at post office Khejuriaghat or demand Draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.', payable on State Bank of India at Farakka to the address mentioned below alongwith a copy of proof of registration and credentials.

The Tender documents will be on sale from 9. 7. 82 to 31. 7. 82 from 9·00 hrs. to 11·00 hrs. and 15·00 hrs. to 16·30 hrs. Tenders will be received latest by 2. 8. 82 at 11·00 hrs and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of the work	Approx value of work (in lakhs)	E. M. Deposit Cost of tender paper (in Rs.)	Completion period
1.	Construction of Field Hostel—1 as Per Specification No. FS/C&E/T/2 (One No) at field Hostel complex of FSTPP. NIT No.—FS: 42: CS: 351/ T—43/82	15.50	Rs. 31000/Rs. 100/-	10 Months
2.	Construction of Field Hostel—3 as per specification No FS/C&E/T/6 (One No) at field Hostel complex FSTPP NIT No—FS:42: CS:850/ T—44|82	13.50	Rs 27.000/Rs. 100/-	10 Months
3	Construction of field Hostel—as per specification No FS/C&E/T/7 (one No) at field Hostel complex of FS TPP. NIT No. :—FS: 42: CS: 350. 1/T—45/82	13.50	Rs 27.000/Rs. 100/-	10 Months

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, Tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions
3. General conditions of contracts can be seen in the Office of the undersigned on any working day during working hours
4. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained. Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompained by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of.....enclosed should be clearly written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
P.O. Farakka Super Thermal Power
Plant. Dt. Murshidabad : West Bengal
PIN : 742212

বেনজীর বিদ্যুৎ বিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাবেন এবং নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তা পরিশোধ করবেন। সরজমিন তদন্তে দেখা যাচ্ছে মার্চ্চ মাসের পর মে ও জুন মাসে কোন কর্মচারী গ্রাহকদের বাড়ীতে মিটার রিডিং নিতে যাননি। অফিসে বসেই খাতায় গড় রিডিং বসিয়েছেন। অবশ্য কর্মীরা রিডিং নেওয়া বাবদ প্রাপ্য অর্থ প্রতি মাসেই অফিস থেকে নিয়েছেন। নিয়মমত অফিসের কেরানীরা রিডিং নেওয়ার জন্য প্রতি মাসেই বাড়তি কিছু পেয়ে থাকেন। মে ও জুন মাসে গ্রাহকদের বাড়ি না গিয়েও কর্মীরা অফিস থেকে এই বাড়তি অর্থ নিয়েছেন। সমস্ত ঘটনা ধরা পড়েছে জুন মাসে প্রকৃত রিডিং নেওয়ার সময়। এস এস শ্রী দাস 'কর্মীরা গ্রাহকদের বাড়িতে রিডিং নিতে যাননি' একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, যাঁরা এই কাজ করেছেন তাঁদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুপার ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা কখনও ঘটবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' এ মাসের অতিরিক্ত বিলের জন্য প্রত্যেক গ্রাহককে প্রায় ৩ ৪ টাকা করে গুণাগার দিতে হবে বিদ্যুৎ বিভাগকে। এ বাবদ ঐ বিভাগ চলতি মাসে রঘুনাথগঞ্জের গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত হাজার খানেক টাকা আয় করবেন। ষ্টেশন সুপারিনটেনডেন্টও গ্রাহকদের উপর এই চাপের কথা স্বীকার করে শুধুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

বিতর্কিত ১৪ জন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সূত্রে জানা গেছে, ঐ ১৪ জন শিক্ষকের বেতন বাবদ প্রায় ৯৯ হাজার টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। ফলে আগামী মাসে পুর কর্মচারীদের মাসিক বেতনে টান পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

সাগরদীঘিতে ডাকাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি দেখা দিয়েছে। উদ্বিগ্ন গ্রামবাসীরা আতংকিত অবস্থায় বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন। অনেক গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘিতে গিয়ে বসবাস করছেন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বাড়ী বিক্রয়
মিঞাপুর বাজারের মধ্যে মেন রোডের ধারে একটি বাড়ী বিক্রয় করা হইবে। ক্রয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
১। নিমাই দত্তের মুদিখানার দোকান রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসের সন্নিকট
২। নিতাই দত্তের চালের আড়ত, মিঞাপুর

ইনটিমেট (এস)
ভারতের যে কোন স্থানে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণের জন্য বিশ্বস্ত বাস সার্ভিস।
যোগাযোগের ঠিকানা—
নিমাই সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কন্ট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্র্যাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে ষ্টোন চাপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন: অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮ তাং ২৪-৩-৭০
দেশ-বিদেশের সাম্প্রতিক সংবাদে আর মনমাতানো গানে গানে ভেসে চলা একটি নাম

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

'প্রেণ্টোফ্লেক্স' কোম্পানীর ১নং পলিথিনের বিভিন্ন সাইজের বালতি. বালতি-ব্যাগ, গ্লাস, মগ, প্লেট, সোপকেস প্রভৃতি দ্রব্য সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী রেটে পাওয়া যায়।
টি, চক্রবর্ত্তী
বাগানবাড়ী
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

পশ্চিমবঙ্গে ডিলার চাইছেন

চাষী ভাইদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এফ সি আই ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ট্রিপল সুপার ফসফেট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে।

এফ সি আই তাঁদের সার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে ডিলার নিয়োগ করতে চান/ রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিটি ব্লকে ডিলার নিয়োগ করা হবে।

অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা নির্ধারিত "ডিলারশিপ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফর্ম"-এর জন্য, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিজের ঠিকানা সঠিকভাবে উল্লেখ করে নিম্নলিখিত আধিকারিকের নিকট আবেদন করুন:

রিজিয়ন্যাল ম্যানেজার
ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ
ইণ্ডিয়া লিঃ
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল প্রডাক্টস ডিভিসন
৪১, চৌরঙ্গী রোড
কলিকাতা—৭০০০৭১
ফোন: ২৪-৭২৯৬, ২৪-৩৬৮৯
ও ২১-২৪৮৪

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিপ্রকাশিত।